স্বপ্নেরসারথি (স্বপ্নময় চক্রবর্তীঅনুপ্রাণিত)

স্বপনদাস

চরিত্র
সিদ্ধের ঘোষ
চাবালা
মৈনাক(সূত্রধার)
হরিদা
তাপসী

মঞ্চটাকে কোনও ঘর মনেহবে না। মঞ্চের উপর থেকে ঝোলানো একটা পর্দা। তাতে নানা রকমস্বপ্নের রং। নীল, সবুজ, হলদে। মনে হবে ছেঁড়া কাগজের কয়েকটাটুকরো। উড়ে যাচ্ছে। অসংখ্য ফানুসের ছবি। একটা দরজার ফ্রেম। মনে হবেভেতরে আরও একটা ঘর আছে। মঞ্চের বা-দিকে বেতের চৌকো একটা বেড়ারফ্রেমের মতো। ফাঁকা ফাঁকা। বড় বড় ফুটো। বা-দিকের উংসটা বাইরেরদরজা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। একটা তক্তপোশ, টেবিল চেয়ার--- একটা মেড়া,দড়িতে টাঙানো কিছু জামা কাপড় ইত্যাদি-----।

সূত্রধার ঃ নমস্কার।আমার নাম মৈনাক। মৈনাক মিত্র। আমি বিভিন্ন পত্রপিত্রকায় একটু লিখি-টিকিআর কি। সে রকম স্বনামধন্য কোনও লেখক নই। বরং বলা ভালো লিটিলম্যাগাজিনের একজন খুদে গল্পকার। আজকে আমি আপনাদের সামনে এসেছিলামএকটা গল্প বলার অভিপ্রায় নিয়ে। না- বোধহয় উপস্থাপনায় একটুভুল থেকে গেল। তারচেয়ে বলা ভালো একটা নাটকের প্রাথমিক সূত্রটাধরিয়ে দেওয়ার জন্যই আপনাদের সামনে এসে দাঁড়ানো। একটা মানুষের কথাবলবো আমি। একটা মানুষের ইচ্ছেপূরনের গল্প। অনেক স্বপ্নদেখার গল্প। সিদ্ধের ঘোষকে নিয়ে অনেকদিন থেকেই একটা গল্প লেখারচেষ্টা চালাচ্ছিলাম আমি। একটা প্রাথমিক খসড়াও তৈরি করেছিলাম।কিন্তু মাঝখান থেকে কমলদাই সমস্ত ব্যাপারটা গোলমাল করে দিল। কমলদা।কমলদাকে নিশ্চই চিনতে পারছেন না। কমলদা একটা নাট্যসংস্থার নির্দেশক।সিধুদার গল্পটা একদিন কথায় কথায় কমলদাকে বলেছিলাম। কমলদা বললেন, নামৈনাক না-- ঐ সিধুদাকে নিয়ে গল্পলিখিস না। তার চেয়ে বরং তুই ওনাকে নিয়ে একটা নাটক লিখেফেল। বাংলাথিয়েটারে মৌলিক নাটকের বড় অভাব-রে মৈনাক। সেই একই পুরনো নাটক-চার বছর ধরে করে যাচ্ছি। এ বছর যা-ও বা একটা নাটক নামালাম-- তাও ষোলবছর আগের একটা পুরনো প্রযোজনা। সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়িথোড়।বলা যায় কমলদার অনুপ্রেরণাই এই নাটক লেখার সূত্রপাত। ঐ যেদেখছেন, ঐ লোকটা চেয়ারে বসে একমনে লিখে যাচ্ছেন-- উনিই সিদ্ধের ঘোষ।আমাদের সিধুদা। (আলো মঞ্চে পড়ে) আসুন, শোনা যাক সিধুদা কিবলছেন।

সূত্রধারের আলোআস্তে নিভে যায়। আলো পড়ে মূল মঞ্চে। সিধুদার ওপর। চাবালা এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ায়। হাতে একটা কাচা চাদর। বালিশের ওয়ার।

চাবালা ঃ কিরে-- আর কতক্ষণ লিখবি?
সিধু ঃ এই আর কিছুক্ষণ। লাস্ট সিনটালিখছি।
চাবালা ঃ কিছুক্ষণ,কিছুক্ষণ করে তো অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলি। এবার ওঠ- হাতমুখ ধুয়েকিছু পেটে দেওয়

ার ব্যবস্থা কর। সেই সকাল বেলার এক কাপ লিকারচা----

সিধু ঃ ওটাই তো মৃতসঞ্জীবনীসুধা মোক্ষদামাসি।জীবন ফিরে পাওয়ার মোক্ষম ওষুধ।

চাবালা ঃ আঃ মলোযা--- আমি আবার তোর মোক্ষদামাসি হলাম কখন।

সিধু ঃ তুমিই তো আমার সব মেহেন্নিসা--(লিখতে লিখতে)

চাবালা ঃ কি উনিস্যা!

সিধু ঃ আহেরি বেগম---

চাবালা ঃ কিসের বেগুন?

সিধু ঃ বেগুন নয়, বেগুন নয়, আহেরি বেগম।সুলতান মহম্মদের অষ্টাদশ ঘরনি।

চাবালা ঃ মাথাটা দেখা। তোর চিকিৎসার দরকার।

সিধু ঃ সে তো-- তোরও দরকার মন্টিমাসি। যে নিজেকে সর্বাধিক সুস্থ মনে করে আসনে সেই তো প্রকৃতপ াগল। রামকৃষ্ণ ঠাকুর তো আর নিজেকে কখনই পাগল বলতেন না। অন্যসকলে তাকে বলতো পাগলা ঠাকুর। গিরিশ ঘে াষ তো প্রথমে তাকে ভন্ডবলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে তো তার পায়েই নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

চাবালা ঃ ওঠ, ওঠ, তোর ও-- সব বড় বড় লেকাচারশুনলে তো আমার পেট ভরবে না। আজ বারো বছর ধরে তে ার ঐ গিরিশ বোস---

সিধু ঃ বোস নয়, ঘোষ!

চাবালা ঃ ঐ হ'ল। ঘোষ আর বোস-এ তফাৎটা কিশুনি? দুটো পদবিই তো কায়েতের-

সিধু ঃ তা বলে তুই পদবিটাই উড়িয়ে দিবি?(ফিরে তাকায় চাবালা)

চাবালা ঃ মধু, শিশির, মুকুন্দ এরা তো সব এখন আমারঘরের নোক---

সিধু ঃ (উঠে গিয়ে চাবালার কাছেদাঁড়ায়) মধুসূদন দত্ত, শিশির ভাদুড়ি, মুকুন্দ দাস এরা তোমার ঘরেরনোক। কও কি মেহেন্নিসা-- সাবাশ। সাবাশ-- সাবানাবিবি এই না হইলি তুমি আমারআপন নোক। আসো, আসে া- কাছে আসো-- তোমার লগে একটু হাত মেলাই। হাতদাও। ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ মেহেন্নিসা।

চাবালা ঃ আঃ-- মলো যা-- (সরে যায়)।

সিধু ঃ ক্যান মুলা খাউমু ক্যান?

চাবালা ঃ ব্যাটার রঙ্গতামাসা দেখলে গা জ্বলে যায়। বলিপেটে-- যে দানাপানি নেই, সেই খেয়ালটা কে করবে শুনি? পেটটা কার,তোর না আমার?

সিধু ঃ জনগনের--

বিছানার চাদর বদলাতেব্যস্ত হয়ে পড়ে চাবালা।

চাবালা ঃ চেহারাটা-র হাল দেখ, ঠিক যেন একটা তালপাতারসেপাই----

সিধু ঃ কেন, এখন তো কেউ আর আমাকে রোগা বলেনা।(মোড়ায় বসে)

চাবালা ঃ চোখের কোল --তো নয় যেন মাটির পোড়াহাঁড়ির কালি।

সিধু ঃ ভাতের হাঁড়ির কালি। ভাত-- সাদা সাদামুক্তোর মতো ভাত। ফোটা ভাতের গন্ধ। গরীব মানুষের একম াত্রস্বপ্ন।

চাবালা ঃ চশমাটা দেখ, যেন ঠিক কাঁচের গ্লাসেরতলানি। জামাটা তো কয়েক-শো বছর কাচা হয়নি।

সিধু ঃ নিজামের দেওয়া পাঞ্জাবি। মুক্তো বসানো ছিল।অভাবে পড়ে মুক্তোগুলো বেচে দিয়েছি।

চাবালা ঃ ওটা কি? (চৌকিতে বসে বালিশের ওয়ারপরাতে পরাতে বলে)

সিধু ঃ কোনটা?

চাবালা ঃ যেটা পরে আছিস।

সিধু ঃ কেন এই প্রথম দেখছিস বুঝি ?

চাবালা ঃ ওটা কি তাই বল না?

সিধু ঃ কেন, পাজামা। (উঠে দাঁড়ায়)
চাবালা ঃ ঘরপোছা ন্যাতা। ছেঃ --ছেঃ ওটা পরে থাকিসকি করে?
সিধু ঃ তুমি আর কি বুঝবে বেগম সাহেবা। এটাআমাকে কে দিয়েছিল জানো?
চাবালা ঃ জানি?
সিধু ঃ যাঃ -- বাজে কথা, তুমি নির্ঘাৎ ভুলে গেছ।
চাবালা ঃ না-- না-- কিচ্ছু ভুলি নি। এখনও ঠিক মনেআছে।
সিধু ঃ বলতো কে দিয়েছিল? (পেছনে হাত দিয়েনাটক- এর ভঙ্গিতে বলে)
চাবালা ঃ সিরাজদৌল্লা---
সিধু ঃ কখন?
চাবালা ঃ যখন লুৎফাকে নিয়ে নৌকো করে পালিয়েযাচ্ছিলো, তখন। (ফিক করে হেসে ফেলে)
সিধু ঃ তখন সিরাজদৌল্লা- কি বলেছিল তাতো বললে না!
চাবালা ঃ বলেছিল, বাবা সিধু---
সিধু ঃ এইডা তুমি রাইখ্যা দাও। আমার স্মৃতি। পরে তোমার কাজেলাগবো।
চাবালা ঃ শালা বাঙালগুলো এ দেশটাকে জ্বালিয়ে দিলে--গো। কি কুক্ষনে যে এই বরিশালের বাঙালটাকে রাস্তা থেকে তুলেএনেছিলুম।
সিধু ঃ আমি তো তোকে তুলে আনতে বলিনি। বেশ তোছিলাম। ট্যাকসির ধাক্কাখেয়ে বেশ তোডাস্টবিনের মধ্যে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। কেন, তুলে আনতে গেলিআমাকে?
চাবালা ঃ সেটাই তো ভুল করেছি। নিজের বাঁশ নিজেইতো পশ্চাতে ক্ষেপণ করেছি। এখন-- তো সেই ভুলেরই মাসুল দিচ্ছি।
সিধু ঃ তখন তো তুই আর জানতিস না, যে আমিইসেই সিদ্ধের ঘোষ। গিরিশ ঘোষের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তখন কি জানতিস যে আমি নাট্যকার। আকাশবাণী কলকাতারব্রহ্মন্দ্ধজপ্পন্দ্বস্তু পুস্তুজনন্তুনদ্দ্ধ-- স্বনামধন্য অভিনেতাশ্রী-- শ্রী- শ্রীযুক্ত----
চাবালা ঃ পাগল চন্দ্র চূড়ামণি। যা-- যা-- ওঠ।হাত মুখ ধুয়ে আয়। একবাটি মুড়ি মেখেছি। বেশ করকরে ভাজা। একটুসরষের তেলও বুলিয়ে দিয়েছি ওতে। কালকে বিকেলে ফেরার সময় এক টাকারকাঁচা লঙ্কা এনেছি। বোঁটা ছাড়িয়ে দুটো লঙ্কাও বাটিতে রেখেদিয়েছি। এখন ওঠ। খেয়ে নে, দেরি করলে মুড়িটা নেতিয়ে যাবে--- যে।
সিধু ঃ আমরা তো নেতিয়েই আছি জাহানারা বেগম।
চাবালা ঃ আমরা মানে?
সিধু ঃ মানে-- আমরা বাঙালিরা। সব চেয়ে স্তুত্তুপুদ্ধত্তুজ্জ্বপুক্রস্তু স্তুন্নপুনস্ত্রন্দ্বস্তু--আমরাই তো সবচেয়ে সুশিক্ষিত সংস্কৃতমনস্কা বলেই নিজেদের মনে করি।কি করি না?
চাবালা ঃ কে জানে বাবা। তোর এ সব পাগলামিরঠিকেদারি আমাকে আর কতদিন সইতে হবে।
সিধু ঃ চলে গেলে বুঝতে পারবে। কি হারাইলোবাঙালি! (ভেতরে চলে যায়)
আপন মনে ঘর গোছাতেগোছাতে চাবালা বলতে থাকেন।
চাবালা ঃ মায়া পড়ে গেছে-- যে। ছাড়তেচাইলেই বা ছাড়াতে পারছি কোথায়? বন্ধন এঁটে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগেআছে। রাস্তায় পড়ে কাটাপাঁঠার মতো ছটফট করছিল। ভিড় ঠেলেএকটু এগিয়ে যেতেই পাগলটাকে দেখতে পেলুম। রক্তে ডাসবিনটা ভেসে যাচ্ছেআর শিশির ভাদুড়ির মন্ত্রশিষ্য কুঁকড়ে তালগোল পাকানো একটা মাংসপিন্ডের মতো দুমড়ে মুচড়ে এককোণে পড়ে আছে। ইস-- সেকি বিভৎস দৃশ্য- !এখনও ভাবলে গা-- শিউরে ওঠে। রাস্তার লোকগুলোও তেমন-- যেনবাইস্কোপের ছবি দেখছে। ঠিক যেন এক একটা হা-- করা আতা কেলানে। আমিবললুম- ওকি কি, দেখছেন অমন করে--- তুলুন, তুলুন, লোকটা যে মরে যাবে।একে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কন। আমার চিৎকার চেঁচামেচিতেকলির কেষ্টরা ধরাধরি করে নীলরতনে নিয়ে গেল। আউটডোরেমেঝেতে পড়ে রইল ছ-ঘন্টা। তারপর ডাক্ত

ারের হাতে পায়ে ধরে একটাবেড়ে তুললুম। একটা মায়া পড়ে গেল যে। পালিয়ে আর আসতে পারলুম নাহাসপাতাল থেকে। ভালো হয়ে যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, বললুম--কোথায় যাবেন আপনি? হারামজাদাটা বলল, দেখি, যেদিকে দু-চোখ যায়। সেকি,ঘর বাড়ি নেই আপনার? আপনজন? বলল-- ঘরের ছাউনি এই আকাশটা। আরআপনজন বলতে আপনারা-- আপনাদের মতো মানুষরা। নিয়ে এলুম বাড়িয়ে।আমারও কেউ নেই। এক ছেলে ছিল --- তাকেও ভগবান অকালে তুলে নিল। ভাবলামথাক, দু-চারদিন থাক। শরীরটা একটু ভালো হলে তারপর না হয় চলে যেতেবলব। বলতে আর পারলুম কই-- ঐ মায়া। ঐ মায়ার জালেই তো আস্তেআস্তে জড়িয়ে পড়ছি।

গামছায় হাত মুছতে মুছতেসিধু আসে।

সিধু ঃ কি বিড়বিড় করছ গো লুৎফা বেগম? কোননাটকের ডায়লগ ঝাড়ছ? (গামছাটা দড়িতে রাখে) দাও মুড়ি দাও।

চাবালা ঃ (মড়ির বাটিটা এগিয়ে দেয়) দ্যাখমুখপোড়া।

সিধু ঃ বল মুখপুড়ি।

চাবালা ঃ এই তোকে বলেছিনা, তুই আমাকে মোছলমানেরনাম ধরে ডাকবি না। আমি হিন্দু বুঝেছিস। কলকাতার খাঁটি বনেদি ঘরের মেয়ে।কপাল দোষে আজ এই আস্তানায় পড়ে আছি।

সিধু ঃ আমার কাছে হিন্দু মুসলিম সব সমান। (মুড়িদিয়ে লঙ্কা খেতে গিয়ে) উফঃ লঙ্কায় কি ঝাল গো। ধা নিলঙ্কা নাকি?

চাবালা ঃ ঠিক তোর মতো।

সিধু ঃ তা হলে তোমাকে একটা গল্প বলিশোন। আমার মায়ের বাপের বাড়ি হ'ল, মানে-- আমাদের মাম ার বাড়ি আরকি। নোয়াখালী জেলার সন্দীপে। সন্দীপের নাম শুনেছ তো, চারিদিকে সমুদ্র আরমাঝখানে দ্বীপ-- বুঝেছ। সে বড় চমৎকার দেশ। মুজফ্ফর আহমদ-এর নাম জান।

চাবালা ঃ না বাবা। আমি ও নাম কখনও শুনিনি। আর সবখটমট নাম আমি মনেও রাখতে পারি না।

সিধু ঃ মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন কমিউনিস্টপার্টির লিডার। সন্দীপে জন্মেছিলেন। বুঝলে? সে বড় সুন্দর দেশ।নারকেলপাতার আড়ালে ঝিকিমিকি রোদে টিয়াপাখির খেলা, সমুদ্রের পারেসারি সারি নারকেল গাছ, ঝাউবন। স ার সার ষ্ট্রিমার। নৌকো।ষ্ট্রিমারে চট্টগ্রাম যাও, নোয়াখালী যাও। ষ্ট্রিমার ছাড়ারআগে খালাসিরা চেঁচায় -- পেয়ারার স াফাজান্নিরে.... পেয়ারারসাফাজান্নিরে..... ।এটার মানে কি বলত মন্টি মাসি?

চাবালা ঃ বোধহয় বলছে-- পেয়ারাবাগান সাফাই করোওমানুষজনেরা।

সিধু ঃ ধূস, প্রে ফর আওয়ার সেফজার্নি। আমাদের শুভ যাত্রার জন্য প্রার্থনা করোও। একবার আমিষ্ট্রিম ারে করে মায়ের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে মামার বাড়ি বেড়াতেযাচ্ছিলাম। তখন বরিশাল থেকে সোজা সন্দীপে যাওয়ার কে ানও রাস্তা ছিল না।চট্টগ্রাম থেকে ষ্ট্রিমারে করে সন্দীপে যেতে হতো। আমাদেরষ্ট্রিমার ছাড়লো সন্দীপের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ আকাশের ঈশান কোণেকালোমেঘের ছড়াছড়ি। দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশটাকে ছেয়ে ফেলল অমাবস্যাররাতেরমতো অন্ধকার। ঝড় উঠল, থেকে থেকেবিদ্যুতের ঝলকানি। মেঘের গর্জন। ছেলেমানুষের মতো চঞ্চল হয়ে উঠলোসবাই। ষ্ট্রিম ার দুলছে। যেন চরকের মেলায় নাগর দোলায় উঠেছিআমরা সবাই। আমি ভয় পেয়ে খরগোশের মতো মায়ের বুকে মুখ লুকিয়েথরথর করে কাঁপছি। আকাশে 'খাড়া ঝিলকি'। মা চুপিচুপিআমাকে বলল, খোকা, দুর্গানাম জপ কর। বল, দুর্গা-- দুর্গা। আমি দুর্গা নামজপতে লাগলাম। কিন্তু ঝড় ত্রমাগত বাড়তে লাগল। ষ্ট্রিমার সমুদ্রের জলেআছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। হঠাৎ সারেং বলল, আল্লার নাম নেন ভাইজন, মুশকিল আসানহইয়া যাইবো। আমি আল্লার নাম নিতে লাগলাম। চুপিচুপি বললাম-- আল্লা,আল্লা-- । ব্যাস, আধঘন্টার মধ্যে মুশকিল আসান হ'ল। ঝড় থেমে গেল। জানলুৎফা বেগম-- - সেই ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে আল্লা-- দুর্গা একাকার হয়েগেছে।

চাবালা ঃ আবার সেই পুরনো গুলটা ঝাড়লি তো!আচ্ছা তুই কি কোনও দিন ও সত্যি কথা বলবি না।

সিধু ঃ প্রমান দাও।

চাবালা ঃ কিসের প্রমান দেব?

সিধু ঃ আমি যে মিথ্যে বলছি তার প্রমান দাও।

এমন সময় বাইরে চিৎকারকরে কে-- যেন ডাকতে থাকবে। সিধুদা-- সিধুদা।

সিধু ঃ দেখো --- কে যেন ডাকছে।

চাবালা ঃ কে আবার ডাকবে। তোর মতো একটাবাউন্ডুলেকে আবার কে ডাকতে আসবে শুনি।

সিধু ঃ যাও না একটু শরীরটা নাড়াও। দরজাটা খুলে দেখোই না কে ডাকছে?

চাবালা বেরিয়ে যায় এবংআবার ফিরে আসে, সঙ্গে মৈনাক।

সিধু ঃ বেগুন! আয়, আয়, বোস। একেই বোধহয় বলে টেলিপ্যাথি। মনে মনে তোকেই খুঁজছিলাম। রামকৃষ্ণ যেমন একদেখায় নরেনকে চিনতে পেরেছিলেন, আমিও তেমনি এক দেখায় তোকে আবিষ্কারকরেছি। বোস, বোস। মোড়টা টেনে বোসনা। জমিয়ে আড্ডা মারা হয় নাঅনেকদিন---

চাবালা ঃ হাওয়া পাতলা করোও-----

সিধু ঃ কি বললে?

চাবালা ঃ বলছি হাওয়া পাতলা করোও।

সিধু ঃ এই সব কোড ল্যাংগুয়েজগুলো আমিইশিখিয়েছি। গুর শেখানো বিদ্যে গুকেই ঝাড়ছে।

চাবালা ঃ এটা পাড়ার কেলাব ঘর-- না যে জাঁকিয়েআড্ডা মারবে। এটা আমার বাড়ি।

সিধু ঃ ধূস। এটা তোমার সোয়ামির বাড়ি।

চাবালা ঃ সেই তো। ঠিকই। সোয়ামির বাড়ি ছিল-- এখনএটা আমার বাড়ি হয়েছে।

সিধু ঃ কি করে হ'ল?

চাবালা ঃ আইনের নিয়মে হয়েছে। এমনটাই তো হয়।এটাই রীতি।

সিধু ঃ তোমার সোয়ামির নাম বলো?

চাবালা ঃ ভোলার বাবা।

সিধু ঃ ভোলা তো তোমার ছেলের নাম।

চাবালা ঃ এর বেশি বলতে পারব-- না। ঐ ভোলার বাবাইবলবো। এখানে বেশিক্ষণ আড্ডা মারলে দুটোকেই ঘাড় ধরে বার করে দেব।এটা শিয়ালদহ স্টেশনের পেলাট-ফর্ম না-- কথাটা মনে রেখ। (বেরিয়েযায়)

সিধু ঃ ও রকম একটু- আধটু বলে। কিন্তু মানুষটাখারাপ না। মনটা বড় নরম। নইলে আমাকে কেউ বারো বছর ঠাঁই দেয় যাগ-গে --এই স্বামীর নাম কি চাবালাকে জিজ্ঞেস করতেই একটা কথা মনে পড়েগেল----

মৈনাক ঃ চাবালা কে?

সিধু ঃ ঐ যে চলে গেলেন, আমার মালকিন। ভগ্নী,দিদি, আত্মারও অধিক । আমার পরম আত্মীয়।

মৈনাক ঃ ওনার নাম চাবালা?

সিধু ঃ হ্যাঁ-- চাবালা দাস। খাশক্যালকাটাশিয়ান। নেবু, নঙ্কা, আর নুচির দেশের নোক। করলুম, দিলুম,আর খেলুম -- এই হালুম হুলুম করতে করতেই তো বাংলা ভাষাটারপ্রায় পিন্ডি চটকে দিয়েছে। যাক- গে-- যে কথা বলছিলাম, বুঝলি। আমিতখন চুটিয়ে সিনেমা করছি। পাহাড়ি সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, তুলসি চক্রবর্তীরসঙ্গে। তুলসি চক্রবর্তীর স্ত্রী নাকি বাড়িতে নারায়ন পুজো করাতেন। তাইতুলসি চক্রবর্তীকে রোজ কর্তা পাতা আনতে হতো। তুলসি চক্রবর্তীর স্ত্রীবলতেন, শুনছো বাজার থেকে এক পয়সার কর্ত্তা পাতা এনো তো। স্বামীর নামনিতে নেই বলে তুলসি পাতা হয়ে গিয়েছিল কর্ত্তা -- পাতা। হাঃ- হাঃ- হাঃ- ।

মৈনাক ঃ ধূস--- তুমি ভীষণ গুল মারো সিধুদা।

সিধু ঃ তুইও এ কথা বললি বেগুন-- যে পিতাচৈত্রের রৌদ্রে, জৈষ্ঠের নিঘাদে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষহইয়া আমার আহার করিয়াছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখিলে চক্ষু মুদ্রিতকরেন, যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বনকরিতে করিতে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিতেন, সে জননী এখন আমায় দেখিলেআপনাকে হতভাগিনী বলিয়া কপালে করাঘাত করেন---- কোথা থেকে বললামবলতো?

মৈনাক ঃ বোধহয় দীনবন্ধু মিত্রের "সধবারএকাদশী"।

সিধু ঃ ঠিক বলেছিস। এটা কোথা থেকে বলছিবলতো? --- যে বেগুন আমাকে দেখিলে পুলকিত হইয়া জড়াইয়া ধরিত।বিলক্ষণ সর্বদাই আমাকে পাঁচ সাত টাকা ধার দিত। বিড়ি দিত। শ্রদ্ধায়মস্তক অবনত করিত, সে বেগুন এখন আমাকে নিতান্তই অবহেলায়সমস্ত কথা গুল বলিয়া উড়াইয়া দিবার সাহস কোথা হইতে পাইল---হা- ঈশ্বর!

মৈনাক ঃ সিধু-দার লেখা 'মৈনাকেরবিশ্বাসঘাতকতা'--। হাঃ হাঃ । (দুজনে হাসতেথাকে)আচ্ছা সিধুদা, তুমি তো সিনেমাতে অভিনয় করেছ?

সিধু ঃ করেছি তো। অনেক -- অনেক সিনেমাতে।

মৈনাক ঃ যেমন--

সিধু ঃ যেমন ধর-- পথে হ'ল দেরি, শিল্পী,দেবদাস, শশীবাবুর সংসার---

মৈনাক ঃ গতকাল আমি টি-ভি-তে শশীবাবুর সংসার দেখেছি।

সিধু ঃ ধূস। ও সব অনেক পুরনো ছবি। টি-ভি-তেওগুলো কি করে দেখাবে। পাগল না পেটগরম।

মৈনাক ঃ কালকে দেখিয়েছে---

সিধু ঃ অতো পুরনো ছবি কি করে দেখালো -- রে!

মৈনাক ঃ যে রকম ভাবে দেখায়। টাইটেলমিউজিক দিয়ে শু হয়। তারপর ছবি হয়ে গেলে সমাপ্ত লেখা দিয়ে শেষ হয়। মাঝে-মধ্যে অবশ্য ছোটখাট কমারশিয়াল ব্রেকও থাকে। এই ছবিটি নিবেদন করছেনপেপসি, কোলগেট, সার্ফ একসেল। এ রকম ভাবেই তো টি-ভি-তে ছবি দেখতেহয়।

সিধু ঃ আমাকে দেখিসনি ছবিতে?

মৈনাক ঃ অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি।

সিধু ঃ চোখটা একবার ভালো ডাক্তার দেখিয়েপরীক্ষা করিয়ে নে- বেগুন। চোখে ছানিটা পড়ল কার, তোর না আমার।

মৈনাক ঃ তোমার।

সিধু ঃ আমার তো মনে হচ্ছে তোর।

মৈনাক ঃ বেশ তো, বলো না তুমি কোন দৃশ্যে অভিনয়করেছ।

সিধু ঃ কলকাতার গলির দৃশ্যে একটা মাতাল হেঁটেযাচ্ছিলো দেখিস-- নি। টাল খেতে খেতে একটা মাতাল দেওয়াল ধরে একটু একটুকরে এগোচ্ছিলো।

মৈনাক ঃ হ্যাঁ-- বোধহয় একটা মাতাল ছিল।

সিধু ঃ ওটাই আমি। ডবল রোল করেছি। আরও একটাদৃশ্যেও ছিলাম।

মৈনাক ঃ কোন দৃশ্যে?

সিধু ঃ আর একটা থানার দৃশ্য ছিল না?

মৈনাক ঃ ছিল বোধহয়।

সিধু ঃ বোধহয় কিরে? তুই কোন জগতে ছিলি তখন?আরে ওটাই তো আসল দৃশ্য।

মৈনাক ঃ ওটাই আসল দৃশ্য---

সিধু ঃ থানায়-- ওসিকে এক কনস্টেবলস্যালুট দিচ্ছিলো-- না। ওটাই তো আমার সেকেন্ড রোল। কেমন একপ্রেশনটানিয়েছিলাম বলতো। দাঁড়া দেখি তোকে একটু চা-খাওয়ানো যায় কিনা।(দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে গলায় বিভিন্ন স্বর করে।) বাড়িতেকেউ আছেন নাকি? মেহেন্নিসা, সাহাজাদা বেগম, লুৎফা, আনারকলি (মেয়েলিগলা নকল করে) মিসেস চাবালা দেবী।

চাবালা ঃ (নেপথ্যে) ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকেদূর দূর করে তাড়িয়ে দেব। ফুটপাতে কুকুরের সঙ্গে রাত কাটাবি।চাকরি নেই, বাকরি নেই, হার-হাভাতে বে-আক্কেলে বাচচার দল।

সিধু ঃ আমাকে বলছে তোকে নয়। তুই তোচাকরি করিস। (আবার দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে) সাহাজ

াদা বেগম, একটু লিকার চায়েরব্যবস্থা যদি করতে পারতেন বড়ই উপকৃত হতাম লুৎফা, জাহানারা,চাবালা দেবী। (হঠাৎ জোরে চিৎকার করে) এই যে শুনছেন, বনেদিঘরের কায়েতের মেয়ে।

মৈনাক ঃ শুধু শুধু ওনাকে ক্ষেপাচ্ছো কেন?

সিধু ঃ ওতেই কাজ হবে। (চিৎকার করে)পাব কি। হ্যাঁ-- কি -না? নো রেসপনস্। তার মানে পাব। একটু ওয়েট কর,এক্ষুণি এসে যাবে। তোর ব্যাপারে আমি মেহেন্নিসাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম বুঝলি বেগুন।

মৈনাক ঃ কাকে?

সিধু ঃ ঐ চাবালা দেবীকে।

মৈনাক ঃ কি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলে?

সিধু ঃ আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম--তুই আমার মতো বোনাফাইট বেকার নস্। তুই আকাশব াণীতে চাকরিকরিস। শুনে ও কি বলল, জানিস?

মৈনাক ঃ কি বলল?

সিধু ঃ বলল, আকাশে আবার কিসের চাকরি হয়-রেদ্যামনা। (দুজনে হাসতে থাকে)

মৈনাক ঃ ঠিকই তো বলেছে। তুমি অমন করে শুদ্ধবাংলায় আকাশবাণী বলতে গিয়েছিলে কেন? একটা গভর্মেন্টের চাকরি বললেইপারতে।

সিধু ঃ সেটাই ভুল করেছি। গভর্মেন্টের চাকরিবললে তোর বাজার দরটা বাড়তো, বুঝলি বেগুন।

মৈনাক ঃ আচ্ছা সিধুদা, তুমি আমাকে বেগুন বলে ডাককেন?

সিধু ঃ নজল ইসলাম নলিনীকান্তসরকারকে বিশেষ সম্মান দিয়ে বেগুন নামে ডাকতেন। ওটা বেত ারগুণনিধির সংক্ষিপ্ত নাম। রেডিও-তে চাকরিটাই করিস। কিচ্ছু খোঁজ-খবর রাখিস না। তোকে তো বলেছি, আমি অল ইন্ডিয়ার রেডিওবব্রহ্মাহ্মজপ্লন্দ্বস্ত পুস্তুজনন্তুনব্দব্ধ --।

মৈনাক ঃ সেতো জানি, আমি জানি তোমার দু-একটা গানজগন্ময় মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এঁরা সব গেয়েছেন।

সিধু ঃ বীরেনদা চলে যাওয়ার পর আর আকাশবাণীতেযাওয়া হয় না।

মৈনাক ঃ বীরেন দা মানে! বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র?

সিধু ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ- বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রেরকথাই বলছি। জানিস বীরেন্দ্র ভদ্রের পেতলের ডিবে থেকে নস্যি নাকে নিয়েবাণীকুমারের চাদরে মুছে দিতাম আমি। একদিন তো বাণীকুমার ভয়ানক রেগেগেলেন, বললেন, দেখ সিধু, ফের যদি এভাবে চাদরে নস্যি মুছিস, তাহলে সক্কলকেতোর গান গাইতে বারণ করে দেব আমি। কতদিন পঙ্কজ মল্লিকেরঅষ্টিন গাড়িতে চড়েছি। বেলা-দের গৃহিনীর অভিধানের প্রুফটা তোআমাকেই দেখে দিতে হতো। তখন কয়েকটা কাবাবের রেসিপিঅ ামাকেই লিখে দিতে হয়েছিল গৃহিনীর অভিধানে। ঐ পদগুলো আনারকলি হোটেল থেকে জেনেছিলাম আমি।

মৈনাক ঃ আনারকলি হোটেল মানে-- যেখানে তুমি গেলেই খেতে পাও? ফ্রিতে।

সিধু ঃ হ্যাঁরে- হ্যাঁ- সেই আনারকলি হোটেল থেকেইশিখেছিলাম।

মৈনাক ঃ আনারকলি হোটেলে চাকরি করতে নাকিতুমি?

সিধু ঃ ধূস-- চাকরি করতে যাব কেন? তুইএকটা গাধা। এই সিদ্ধের ঘোষ কোথাও কোনও চাকরি করেনি। নো--নেভার। সারা জীবন কারোও কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া-- ইমপসবল।সৃষ্টিশীল মানুষরা কখনও চ াকরি করে না। শম্ভু মিত্র মহাশয় কোথাও কোনওদিন চাকরি করেছেন, শুনেছিস কখনও?

মৈনাক ঃ করেননি বুঝি?

সিধু ঃ কোনও দিনও না। আসল ব্যাপারটা তাহলে তোকে খুলে বলি-- দাঁড়া, তার আগে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে --নি। সিগারেট আছে তোর কাছে?

মৈনাক ঃ হ্যাঁ-- এই তো নাও না।

সিধু ঃ সেটা ১৯৪৬- সাল বুঝলি। দাঙ্গার সময়।পার্ক সার্কাসের একটা অসহায় মুসলমান পরিবারকে ব

াঁচিয়েছিলাম আমি। ওইপরিবারের কর্ত্তা জসিমুদ্দিন-ই ছিলেন আনারকলি হোটেলের মালিক। উনি উইলকরে গিয়েছিলেন, সিদ্ধের ঘোষ যতদিন বাঁচবে -- ততদিন সিদ্ধেরআনারকলি হোটেলে ফ্রিতে খাবে। যে খাবারটা ভালো ল াগত-- সেটার রেসেপিকুকের কাছ থেকে জেনে নিতাম। (চাবালা ঢোকে-- হাতে দু-কাপ চা)

চাবালা ঃ এই যে ফোরটুয়েন্টি।

সিধু ঃ আমাকে বলছে।

চাবালা ঃ ঝি বেকারসমিতির সভাপতি।

সিধু ঃ এটাও আমাকে বলছে।

চাবালা ঃ চালিয়াৎ-- মিথ্যাবাদী---

সিধু ঃ এটাও খুব সম্ভবত আমারই উদ্দেশ্যে।

চাবালা ঃ গিরিশ ঘোষের বংশধর।

সিধু ঃ এটাই একমাত্র সত্যি।

চাবালা ঃ এই দু-কাপ চা করতেই প্রায়দুটাকা খরচ পড়েছে।

সিধু ঃ যাঃ-- এক টাকা পঁচিশ পয়সার বেশিকিছুতেই হতে পারে না।

চাবালা ঃ মনে রেখো-- এটাই শেষ- কাপ।

সিধু ঃ মানে এখনকার মতো শেষ আর-কি।

চাবালা ঃ দুটো বিস্কুটও দিয়ে গেলুম।

সিধু ঃ মেহেন্নিসার ভদ্রতার কোনও ত্রুটি বিচ্যুতিঘটবে না। উনি বড়ই অতিথিপরায়না।

চাবালা ঃ বিস্কুট দুটোও গিলো। পেলেটে ফেলে রেখেদিও না।

সিধু ঃ জো হুকুম বেগম-- সাহেবা।

চাবালা ঃ ন্যাকা- ঢং দেখলে গা জ্বলে যায়। (চলে যায়)

সিধু ঃ কেমন বিউটিফুল একসিস্টটা নিল দেখলি।কেমন কোমড় বেঁকিয়ে চলে গেল। ঠিক যেন যাত্রা -- সম্রাজ্ঞী বীণা দাশগুপ্ত। নে-চা-- খা। জানিস বেগুন, অশ্বিনী দত্ত আমাকে কোলে বসিয়ে বলেছিলেন -- বাপধন,কও তো দেহি বন্দেম াতরম্।

মৈনাক ঃ (চা খেতে গিয়ে ভিষম খাবে) অশ্বিনীদত্ত! তোমাকে ? আশর্চ্য!

সিধু ঃ এতে এতো আশর্চ্য হবার কি আছে?

মৈনাক ঃ না- মানে আমি যতদূর জানি অশ্বিনী দত্ত ১৯২৩ সালেমারা যান। তখন তো তোমারজন্মাবারই কথা নয়।

সিধু ঃ তুই যে হিষ্ট্রি-তে এতোস্ট্রং তা-- তো আমার জানা ছিল না।

মৈনাক ঃ তোমার জন্ম কত সালে সিধুদা?

সিধু ঃ তখন তো আর আমাদের বার্থ সার্টিফিকেটছিল না। তবে মনে আছে যে দিন সূর্য সেনের ফাঁসি হয়-- বা ড়িতে অরন্ধন। তখনআমার বয়েস ছয় সাত বছর। এরপরেই মুকুন্দ দাস মারা যান। বাবার সে কিত্রন্দন।

মৈনাক ঃ চারণ কবি মুকুন্দ দাস?

সিধু ঃ হ্যাঁরে- হ্যাঁ-- চারণ কবি মুকুন্দ দাস।চারণ কবি মুকুন্দ দাস সিনেমায় দেখেছিস তো? অবশ্য ঐ সবিতাব্রত দত্তের সঙ্গে ওঁরকোনও মিল ছিল না। তবে হ্যাঁ, গলার স্বরটা ঠিক ওরকমই ছিল। ঠাডা লাগাগলা। ঠাডা বে াঝস তো? বাজ-বাজ। মুকুন্দ দাসের আসল নাম ছিল যজ্ঞের। ছিলএকটা মুদি - দোকান। অশ্বিনী দত্ত ওঁর গায়ে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে মুকুন্দ দাসবানালেন। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। গেয়া পোশাক। কি সব গানরে। যেনইলেকট্রিক ক্যারেন্ট। মনের ভেতর ছ্যাঁকা লাগে। স্বদেশী যাত্রা করতেনমুকুন্দ দাস। ওখানে আমিও রোল করেছি।

মৈনাক ঃ তুমি রোল করেছ সিধুদা? মুকুন্দ দাস যদি ১৯৩৪সালে দেহ রাখেন-- তখন তুমি কতটুকু ? পাঁচ কি ছয় বছরের।

সিধু ঃ তাই তো, ঐ-- টুকু বয়স থেকেই তো আমি মুকুন্দ দাসের চেলা। আমার বাবা মুকুন্দ দাসের সঙ্গে

ঢোল বাজাতেন।মুকুন্দ দাসের মৃত্যুর পর আমার বাবাও স্বদেশ যাত্রা করেছেন। বাবার সঙ্গে আমিও।নাটক আমার রক্তে। আমাদের বাড়ির সবাই গান নাটকের লোক। আমার বোনঅভিনেত্রী। অথচ আমাদের কথা তোরা কিছুই জানিস না।

মৈনাক ঃ তুমি কি কি নাটকে অভিনয় করেছো সিধুদা?

সিধু ঃ সাজাহান, দুঃখীর ইমান, নবান্ন, সীতা, নতুনইহুদী, পথের শেষে। আমার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এসব নাটক করতে ভীষণভালো লাগে। জানিস বেগুন, সীতা নাটকের বেশ কয়েকটা এপিসোড এখনওমুখস্থ বলে দিতে পারি। তুই কিউ দিতে পারবি।

মৈনাক ঃ আমি কি করে পারব! আমি কি থিয়েটারকরেছি কখনও।

সিধু ঃ দাঁড়া দেখি। কয়েকদিন আগে ডঃ দিলীপকুমার মিত্রের বাড়ি থেকে 'দ্বিজেন্দ্র রচনাসংগ্রহ' গেঁড়িয়ে এনেছিলামআমি। প্রথমে ভদ্রভাবে চেয়েছিলাম। দিল না। বাধ্য হয়ে গেঁড়াতে হ'ল।হ্যাঁ-- এই যে খুঁজে পেয়েছি। নে-- বইটা-- ধর। কিউটা দিস।

মৈনাক ঃ কার কিউ দেব?

সিধু ঃ কেন? কৌশল্যার।

মৈনাক ঃ কৌশল্যার। মেয়েছেলের রোল করবো।

সিধু ঃ মেয়েছেলের রোল কিরে! আমি কত নারী চরিত্রেঅভিনয় করেছিস- জানিস। সিরাজদৌল্লায় একবার আমি লুৎফা বেগম- এর অভিনয়করেছিলাম।

মৈনাক ঃ আমাকেও মেয়েদের মতো বলতে হবে নাকি?

সিধু ঃ তোকে রোল করতে কে বলছে। তুইশুধু সংলাপগুলো দেখে দেখে বলে যাবি। দাঁড়া-- কমপোজিশনটা তৈরি করে--নি। আঃ-- একটু সরে দাঁড়া না। তোকে নিয়ে না বেগুন--- নে ধর। ঐখানথেকে শু কর-- যেখানে কৌশল্যা বলছে-- তবে ওঠ বৎস, ঘুমা রাম। দুশো-- ছত্রিশপাতা।

মৈনাক ঃ (কৌশল্যা) তবে ওঠ বৎস, ঘুমা রাম।কয়দিন
দেহরবে নিত্য রাত্রি জাগরণে।

সিধু ঃ (রাম) এখনো যে বেঁচে আছি,
এইমা আশর্চ্য!
এই দেহপাত হলে বাঁচি।
জাননা মা কি যন্ত্রণা,
কিযে চিন্তা, জাগক
নিত্যবক্ষে,
পারিনা মা আর - ফেটে যায় বুক।
অনন্তনির্ভর তার,
অনন্তবিশ্বাস তার,
অনন্তসে প্রেমের কি করিয়াছি অবিচার।
বুঝিনাই--- নির্বাসনক্ষণে
মাতা,সে সতীর
প্রতিসে কি নৃশংসতা,
বুঝিনাই---- কি গভীর
প্রেমেরসে অপমান। বুঝাইয়াছিল ভাই,
ভগ্নীসহ,পড়ি পদতলে,
তবুবুঝি নাই।
আপনিজননী তুমি,

আসিভিক্ষা সম মাগি,
কেঁদেছিলে মোর কাছে
পদতলেতার লাগি,
তবুবুঝি নাই।
যবেহাস্যমুখে প্রাণেরী
সেইদ্বন্দ্বদ্বিধামাঝে
স্নেহেদুটি হাত ধরি,
বলেছিলহাস্য মুখে-----
ধরি'এই দুটি হাত-----
'উঠ---- আমি বনে যাই,
তুমিসুখী হও নাথ',
তবুবুঝি নাই।
মামা, জানি না কাহার শাপে
বেঁচেআছি এ চিন্তায়,
এইতীব্র মনস্তাপে।

মৈনাক ঃ (কৌশল্যা) উপায় ত নাই বৎস, কিকরিবি?

সিধু ঃ (রাম) স্নেহময়ি!
যাও গে,ঘুমাও মাতা,
নিজপাপে দগ্ধ হই---
তুমিকী করিবে বলো?

মৈনাক ঃ চমৎকার-- চমৎকার-- সিধুদা-- সত্যিচমৎকার। সত্যি খুব সুন্দর বলেছ তুমি।

সিধু ঃ বলছিস? তাহলে এখনও বেঁচে আছি। কিবলিস? শিশির ভাদুড়ি রামের চরিত্রে অভিনয় করতেন। সে যে কি অভিনয় তুইস্বপ্নেও ভাবতে পারবি না। থিয়েটারের দুটো মানুষকে আমিঈশ্বরের মতো শ্রদ্ধা করি-রে বেগুন। ছোটবেলায় মুকুন্দ দাস আর যৌবনেশিশির ভাদুড়ি। হ্যাট্স আপ। লোকটার কথা ভাব একবার। দ্যাট ভেরিশিশির ভাদুড়ি। দেনার দায়ে শ্রীরঙ্গম থেকে উৎখাত হতে হ'ল। খেতে পাচ্ছেননা। সঙ্গীত- নাটক একাদেমি ফেলোশিপ দিতে চাইল। বাপের ব্যাটা-- নিলেন না ফেলোশিপ। পদ্মভূষণ ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, খয়ের খাঁ বানাতে চাও? ওটি চলবেনা। আমাকে সম্মান জানাতে চাও তো একটা জাতীয় নাট্যশালা করে দাও টাকার জন্য চোখের ছানি কাটাতে পারছেন না-- রাসবিহারী সরকার মশাই ইউনিভারসিটিইনস্টিটিউট হলে ফাংশন করে টাকা তুলে দিতে চাইলেন-- শিশিরভাদুড়ি ওটা হতেই দিলেন না। বললেন, ফাংশন করচো করোও, ওই টাকা আমিনেব না।

মৈনাক ঃ ওঁরা সব লিজেন্ড সিধুদা। ও সব মানুষ আর এযুগে জন্মাবে না।

সিধু ঃ বেগুন, আমাকে ন'টা টাকা দিতেপারিস। ওনলি নাইন-- বেশি নয়। বেশি টাকা পকেটে থাকলেই বিপদ। পয়সাইমানুষের দেমাকটা বাড়িয়ে দেয়। পয়সা থাকলেই দেখবি মনটা অস্থির হয়েউঠবে।

মৈনাক ঃ পাঁচ নয়, দশ নয়, ন'টাকা কেন?হোয়াই ওনলি নাইন?

সিধু ঃ বিকজ অফ ওনলি ওয়ান কেজি আটা। লুৎফা বেগমযেখানে রান্নার চাকরি করতো তারা আজ ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এমন কিমাইনেটাও দেয়নি। আগামী সপ্তাহে কবে জানি একটা ডেট দিয়েছে।

মৈনাক ঃ সিধুদা!

সিদু ঃ চাবালা খুব মুখরা তো। সত্যি কথাফটাফট বলে দেয়। বারণ করলেও শোনে না। বলে, সত্য নাকি আকাশের সূর্যেরচেয়ে উজ্জ্বল। কিন্তু বেগুন, স্বপ্নের রং কেমন-রে? সূর্যের মতোউজ্জ্বল। গোলাপী। আকাশের মতো নীল? বিস্তীর্ণ ঘাসের মতো সবুজ?স্বপ্ন কি দেখা যায়? যে যেমন চায়-- নিজের মতো করে। নিজস্বভাবনায়। নিজের কল্পনার

বুননে। দে-- বেগুন, একটা বিড়ি-- দে। চোখেরছানিটা পেকেছে। আজকাল ভালো দেখতে পাই-নে। কোনও বিনে পয়স ার ছানিঅপারেশন ক্যাম্প থেকে অপারেশনটা করিয়ে নেব। দে -- দেশলাইটা দে--।

আলো আস্তেআস্তে কমে আসে। আলো এসে পড়ে আবার মৈনাক-এর ওপর।

মৈনাক ঃ (সূত্রধার) এই পর্যন্তনাটকটা একরকম চলছিল। অর্থাৎ এতটুকু গল্পই বলেছিলাম আমি কমলদ াকে।কমলদা বলেছিলেন-- ব্যস ওতেই হবে। একজনসাধারণ নাটকর্মীর অসামান্য হয়ে ওঠার একটা নাটক তৈরি করে ফেল মৈনাক।বাকিটা বানিয়ে বানিয়ে লিখে ফেলিস। কিছু পুরনো নাটকের এপিসোডঢুকিয়ে দিস। ওগুলো বেশ জমিয়ে এ্যাকটিং করা যাবে। থিয়েটারের নানানসমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে একজন থিয়েটার করা মানুষের অসামান্যসংগ্রামের নাটক হয়ে উঠতে পারবে এটা। মানে আর একটা ফরমাসি নাটক।এর-- মধ্যে সিধুদার ওখানে যাব যাব করেও কিছুতেই আর যাওয়া হয়ে উঠছিলনা। বাবার শরীরটাও ভালো নেই। বিরাশি বছর বয়স। আমাদের মা মারা গেছেনপনেরো বছর আগে। আমরা তিন ভাই বিবাহিত। বাবার জন্য একজন আয়া রাখাআছে। এখন যে আছে তার নাম তাপসী। সুন্দর দেখতে, পঁচিশ ছাবিবশ বছর বয়স।সকালে আসে আর সন্ধে হলে চলে যায়। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাপসী আরআসছেন া। কেন কে জানে। এই এক গেঁড়ো। ঠিক এই সময় একদিন সিধুদার একটাচিঠি পেলাম। কোথায় রাখলাম চিঠি--- এই-- হ্যাঁ-- এই তো-- (পকেটথেকে চিঠিটা বের করে) প্রিয় বেগুন--- শয্যাসায়ী হয়ে আছি.।তোকে বড় দরকার। একবার লুৎফাবেগমের বাড়িতে আয়। অনেক কথা আছে। ইতি তোর সিধুদা। ঠিঠিটা পেয়েইসিধুদার বাড়িতে গেলাম।

আলো এসে পড়ে সিধুদারআস্তানায়। নেপথ্যে থেকে মৈনাক ডাকতে থাকে----- সিধুদা, সিধুদা।তাপসী এসে দরজা খুলে দেয়।

তাপসী ঃ কাকে খুঁজছেন?

মৈনাক ঃ একি, তুমি --- তাপসী?

তাপসী ঃ মৈনাক দা! আপনি এখানে?

মৈনাক ঃ আমি তো সিধুদার কাছে এসেছি। আই মিনসিদ্ধের ঘোষ। এই বাড়িতেই তো থাকতেন?

তাপসী ঃ এই বাড়িতেই আছেন। ঐ যে বিছানায় শুয়েআছেন। উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে একসিডেন্ট করেছেন। চোখে ছানি পড়েছে,আজকাল কিছুই দেখতে পান না।

মৈনাক ঃ তুমি সিধুদার কে হও তাপসী?

তাপসী ঃ আমি ওনার ভাগ্নী। ওঁর বোনের মেয়ে।

মৈনাক ঃ তুমি ক-দিন আসছো না- বাবা ভীষণচিন্তা করছিলেন।

তাপসী ঃ মামার হঠাৎ শরীরটা খারাপ করল।এ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর কাকে দিয়ে যেন মামা আমাদের প াশের বাড়িতেফোন করিয়েছিলেন। মামার কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট ফোন নাম্বার ছিল।কে একজন লোক ফোন করে বললেন, আপনার মামা উল্টোডাঙ্গা স্টেশনেএ্যাকসিডেন্ট করেছেন। আপনাদের খবরটা দিতে বললেন। মা- র শরীরট াদীর্ঘদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। তা ছাড়া সময়ও পান না। একটা এ্যামবোডারিশপে কাজ করেন। খুব পরিশ্রম করতে হয় মাকে। অগ্যতা আমাকেই আসতেহ'ল। দেখুন না-- এই জন্যই তো আপনাদের বাড়িতে তিন দিন ধরে যেতেপারছি না।

মৈনাক ঃ কেমন আছেন উনি?

তাপসী ঃ বোধহয় ঘুমিয়ে আছেন। ডাকুন না-- কাছেগিয়ে ডাকুন।

মৈনাক ঃ সিধুদা---

তাপসী ঃ মামা কাউকে চিনতে পারছেন না, চোখেছানি পড়েছে কিনা। একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকুন।

মৈনাক ঃ সিধুদা-- সিধুদা-- আমাকে চিনতে পাচ্ছো?আমি মৈনাক। মৈনাক মিত্র। তোমার বেগুন।

তাপসী ঃ মামা-- কে এসেছেন দেখ? (সিধুদার মাথারকাছে এসে দাঁড়ায়)

সিধু ঃ কে?

মৈনাক ঃ আমি মৈনাক।

সিধু ঃ কে মৈনাক (আচছনের মতো)

মৈনাক ঃ মৈনাক-- মানে ইয়ে, তোমার বেগুন। অলইন্ডিয়া রেডিওর পোগ্রাম একসিকিউটিভ। মনে পড়ছে তোমার?

সিধু ঃ বেগুন! (উঠে বসবার চেষ্টাকরলেন। হাতে ব্যান্ডেজ করা। ফিতে দিয়ে গলায় ঝোলানো। মাথায় ব্যান্ডএডলাগানো। বিধবস্ত দেখাচ্ছে সিধুদাকে)

মৈনাক ঃ আমি বেগুন।

সিধু ঃ (বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসেন) আমিজানতাম তুই আসবি। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। বোস।

মৈনাক ঃ তাপসী, এগুলো রাখ।

সিধু ঃ কি আছে ওতে?

মৈনাক ঃ ও কিছু না -- কয়েকটা আপেল এনেছি তোমারজন্য।

সিধু ঃ খামোকা আপেল আনতে গেলি কেন? তারচেয়ে যদি কিলো দুই আলু আনতিস কাজে লাগতো। এদের বড্ড ঝামেলায় ফেলেদিয়েছি। তাপসী, দেখতো মেহেন্নিসাকে বলে দু কাপ লিকার ম্যানেজ করা যায়কি না। চাবালা দেবী আমার ওপর খেপচুরিয়াস হয়ে আছে। একে তো আমিঘাটের মরা-- সংসারের কোনও কাজেই লাগতে পারি না। উপস্তগোদের ওপর বিষফোঁড়া। দেখনা তাপসী-- মেজাজে একটু ঠান্ডা জল ঢেলে দেখনা-- বরফ গললেও গলতে পারে।

মৈনাক ঃ না-- না-- লিকারের আর দরকার নেইতাপসী। আমার তাড়া আছে। এক্ষুণি উঠবো। তবে হ্যাঁ-- তুমি কবেযাচ্ছো আমাদের বাড়ি?

সিধু ঃ তোদের বাড়ি মানে? তুই ওকে চিনিস নাকি?(তাপসী মিটমিট করে হাসছে)

মৈনাক ঃ চিনি কিনা ওটা ওকেই জিজ্ঞেস করোও না।

সিধু ঃ সে কিরে। কি করে চিনলি ওকে?

তাপসী ঃ ওনার বাবাকেই তো আমি দেখাশোনা করি।

সিধু ঃ বেগুনের বাবাকে! সে কিরে! চল পানসি বেলঘরিয়া। একেই বোধহয় বলে কো-- ইনসিডেন্ট। যা -- যা-- আর দেরি করিসনা। তোর মনিবের বাড়ির লোক বলে কথা।

মৈনাক ঃ যাঃ-- তুমি যে কি বলো না সিধুদা। মনিবকর্মচারী এ সব কি কথা। তুমি না স্যোসালিস্ট।

তাপসী ঃ দেখুন তো। তাছাড়া উনি তো আমাদেরবাড়িতে আসেন নি।

মৈনাক ঃ সেই তো----

তাপসী ঃ এসেছেন----

মৈনাক ঃ চাবালা দেবীর বাড়িতে। দায়িত্ব তোতাপসীর নয়, তোমাদের। তোমার এবং মেহেন্নিসার- ওরফে চাবালা দেবীর।ওকে কেন এ সব সাত সতেরোয় জড়াচ্ছো। তা ছাড়া ভদ্রমহিলাকে যে আমি চিনি নাএমন তো নয়। এর-- আগেও কয়েকবার ওনার দেবীরূপ প্রত্যক্ষকরেছি। সে যে কি ভয়ঙ্কর সেতো বিলক্ষণ জানা আছে। ফর নাথিংতাপসীকে এ সব বিপদের মধ্যে আর নাই--বা জড়ালে।

তাপসী ঃ না-- না--- আপনি বসুন মৈনাকদা। দেখি কিকরা যায়। (চলে যায়)

সিধু ঃ দেখিস ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। ঠিক ভাবেই কেসটাফাইল করবে। লিকার এই এলো বলে।

মৈনাক ঃ সে লিকার না হয় অ্যারেঞ্জ হ'ল। কিন্তুতুমি এ সব বাধালে কি করে। এ্যাকসিডেন্ট-টা হ'ল কোথায়?

সিধু ঃ উল্টে াডাঙ্গা স্টেশনে। বঁনগা-র ট্রেনধরে বারাসাতে এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলাম। ব্যস-- ট্রেনে আর উঠতেহ'ল না। তার আগেই কুপোকাত। মলুকে ফোন করে খবরটাজানাতেই-----

মৈনাক ঃ মলুকে?

সিধু ঃ আমার বোন মল্লিকা। তোকে ওর গল্পকরিনি?

মৈনাক ঃ হ্যাঁ-- হ্যাঁ -- মনে পড়েছে। মলু-- অভিনয় করতো।

সিধু ঃ হ্যাঁ-- হ্যাঁ-- সেই মলু। মলু নিজে আসতেপারেনি। তাপসীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাপসী ট্যাকসি করে নিয়ে এসেছে।সত্তর টাকা মিটার উঠেছে। তুই ভাবতে পারিস। সেভেন্টি পিজ! তারওপর ক-দিন থেকে ধূম জ্বর।

এখন চলে যেতে পারলেই ভালো হয়। কারোও কোনও কাজে তো লাগছি না। পেয়ারার সাফাজান্নিরে। প্রে ফর মি।---সিদ্ধের তোরই মতো মাতৃহারা জাহানারা। তোরই মতো বেচারি।

মৈনাক ঃ এই বয়সে এমন একা-- একা থাক কেন সিধুদা।এই ভাবেই তো বিপদ আসে। এবার মেহেন্নিসার আস্তান াটা ছাড়। যাও---বোনের বাড়িতে চলে যাও।

সিধু ঃ ধূস-- কি যে বলিস না তুই। আপনিপায়না জায়গা-- তা আবার শঙ্করাকে ডাকে। মাত্র বিশ বছর বয়সে স্বামীকেহারিয়ে কত কষ্ট করে বেচারি কোনত্রমে বেঁচে আছে। কি কষ্টকরে যে মেয়েটাকে বড় করেছে সে ইতিহাস তে া আর আমার কাছে অজানা নয়।কত দিস ওকে তোরা?

মৈনাক ঃ তিনশো টাকা।

সিধু ঃ কি হয়, ওতে ওর। একটা ছাবিবশ সাতাশবছরের মেয়ে। এখন ও কোথায় জীবনটাকে রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে দেখবে,ঘুরবে, বেড়াবে, সখ আাদ করবে-- তা নয়। তোদের বাড়িতে আয়ার কাজকরছে।

মৈনাক ঃ ও ভাবে বলছো কেন সিধুদা। তুমিই তো বলো কোনও কাজই ছোট নয়।

সিদু ঃ না-- সেটা নয়। আমি জানি কোন কাজেইলজ্জা নেই। কিন্তু বেগুন, তুই ভাবতো, একটা ছাবিবশ বছরের মেয়েকেআয়ার কাজ করে জীবন চালাতে হচ্ছে। হোয়াট-এ ট্রেজেডি। অথচ তাপসী-রমধ্যে সম্ভবনা ছিল। ছোট বেলায় সি ওয়াজ রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট। ছবি আঁকতো, গানগাইতো। একটা পুতুলের মতো টুকটুক করে সমস্ত ঘরটা জুড়েঘুরে বেড়াতো। তাপসী ও স্বপ্ন দেখতো, হয়তো অনেকটা আমারই--আঃ -- হাতটা খুব ব্যথা করছে রে।

মৈনাক ঃ কিছু মনে করোও না সিধুদা। তুমি বড্ড গুলমারো। তুমি বলেছিলে, তোমার বোন অভিনয় করেন। সত্যি কথাটা বললে কি এমনক্ষতি হতো।

তাপসী দু-কাপ চা-নিয়ে ঢোকে।

তাপসী ঃ করতেনই তো। আমার মা- তোঅভিনয় করতেন। নি চা খান। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করতেন। মার কাছেশুনেছি, 'নতুন ইহুদী'- তে মা পরি-র পাট করেছিলেন। ছেষট্টিতে যখননতুন করে নবান্ন হ'ল, ম্যাডোনার রোল করেছিলেন মা। তখন আমরাথাকতাম বালিগঞ্জ লেকের কাছে একটা কলোনীতে। মা-- মেরি-- মেকার্স দলেনাটক করেছে। পরে অফিস ক্লাবের ভাড়া খাটতো। এখন অফিস ক্লাবের নাটকতো উঠে গেছে। এখন তো অফিসের মেয়েরাই ন াটক করে। ভাড়া করারদরকার হয় না। মা-- এখনএকটা এমবোডারি শপেডিজাইনারের কাজ করে। তা ছাড়া আমরা তে া সর্বদাই কেউ না কেউ,কোথাও না কোথাও অভিনয় করেই চলেছি মৈনাকদা।

সিধু ঃ বোঝ। নাটকের বাড়ির মেয়ে না হলে এমন কথাকেউ বলতে পারে। আরে- পৃথিবীটাই তো একটা বির াট রঙ্গশালা।

তাপসী ঃ এই যে আমি আয়ার কাজ করি। এটাও তোএকটা অভিনয়।

সিধু ঃ ওয়েল সেড----

তাপসী ঃ কখনও মেয়ের, কখনও বোনের, কখনওমায়ের অভিনয় করি। ওই তো আপনার বাবার যখন খুব জ্বর হয়েছিল। আমিমাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। উনি তো কেবলই বলছিলেন, যাও মা। ঘরে যাও।অনেকক্ষণ সেবা করেছ তুমি। আমি বলেছিলাম--তাতে কি হয়েছে বাবা। মা তো আপনার স্ত্রীর নাম-- তাই তো? উনি তো আপনার বাবার কাছে যাবারসময়ই পান না। চাকরি করেন। কিন্তু আপনার বাবা তো আমাকেই মাভাবছিলেন। আর আমি ওঁর পুত্রবধূর অভিনয় করে গেছি। কি হ'ল চা-টা যেজুড়িয়ে গেল। বিস্কুটটা প্লেটেপড়ে থাকলে চলবে না। পিসিমার কড়া হুকুম।

মৈনাক ঃ পিসিমা মানে--

সিধু ঃ মেহেন্নিসা--- আমার ভগ্নী, মাতা, শালি,মালকিন যা ইচ্ছে ভাবতে পারিস।

বকবক করতে করতেচাবালা ঢোকে।

চাবালা ঃ আর বেশি কিছু ভেবে কাজ নেই। এখনভাগ্নী এসেছে। পাততাড়ি গুটিয়ে বোনের বাড়ির দিকে রওনা হও। এইছয় সাত বছর অনেক জ্বালিয়েছো। এবার আমাকে একটু নিশ্চিন্তে মরতেদাও।

সিধু ঃ আমাকে ছাড়া তুমি কি করে বাঁচবে লুৎফা।আমার জন্য কষ্ট হবে না।

চাবালা ঃ কিচ্ছু হবে না। নিজের অমন একটাজলজ্যান্ত ছেলে অকালে চলে গেল-- কই --এখন কি আর কাঁদি ওর জন্য। চোখদিয়ে দু-ফোটা জল পড়ে। স্মৃতি হাতড়ে শৈশবকে খুঁজে দেখি কখনও। জগৎটাএমনই, থাকলে আছো-- ভালো, না থাকলে নেই। পায়েস খেতে ভালোবাসতো---বলতো, মাগো আজ একটু পায়েস বানিয়ো তো। বড্ড খেতে ইচ্ছে করছে। আমিচার আনার বাসমতীর চাল আনিয়ে এক সের দুধের পায়েস করতুম। এখন কেউকি আর বলে মাগো পায়েস করোও-- খেতে বড় ইচ্ছে করে।

তাপসী ঃ পিসিমা!

চাবালা ঃ না-- না--- ওকে আমি এখানে রাখতে পারব না।তুই নিয়ে যা। নিষ্কর্মাটা কিছুই করে না, শুধু মায়া বাড়ায়।

সিধু ঃ কিছুই করি না।

চাবালা ঃ কি করিস তুই?

সিধু ঃ কেন? খাতা লেখার কাজ---- বস্তির ছেলেদের যে পড়াতাম।

চাবালা ঃ ও সব বিনি পয়সার কাজ---

সিধু ঃ চোখটা ছানি পরার পর থেকেই তো সবকিছু গন্ডগোল হয়ে গেল।

চাবালা ঃ সে ভাবে আর কবে কি করলি---

সিধু ঃ কেন থিয়েটারটা যে করতাম সেটা তো বললিনা!

চাবালা ঃ ছ্যা-- ওটা আবার কাজ নাকি।

সিধু ঃ দলটা উঠে গেল তাই--। নইলে দেখতিস--এতদিনে ফাটিয়ে দিতাম।

চাবালা ঃ আর ফাটিয়ে কাজ নেই। এখন নিজে ফুটে যাও।-- বেশি ফাটালে এই ঘরদোর আমি আর কিছুই জুড়তে পারব না। এমনিও তোফুটো ঘর। ছাদ দিয়ে জল পড়ে। চলে আয় তাপসী-- আজ তোকে একটা নতুনজিনিস খাওয়াবো।

তাপসী ঃ কি ---- পিসিমা?

চাবালা ঃ ভোলার পছন্দের পায়েস। আয় চলে আয়।(চাবালা ও তাপসীর প্রস্থান)

সিধু ঃ যাক বাঁচা গেল। এবার তোতে আমাতে একটুনিভৃতে কথা বলা যাবে।

মৈনাক ঃ কি কথা?

সিধু ঃ সকল কাজের মিলবে সময়
আগেভাতের যোগাড় কর
দুটিভাতের যোগাড় কর

মৈনাক ঃ মুকুন্দ দাসের কথা তো।

সিধু ঃ নাসিদ্দিন রোডে বাবার একটা চায়েরদোকান ছিল। বাবার ঐ চায়ের দোকানের পাশেই ছিল বহুরূপীর ঠিকানা।জানলা দিয়ে মহলা দেখতাম। শম্ভুমিত্রির, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র ওঁরা সবাইআমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু ঐ জেলে যাবারপর থেকেই---

মৈনাক ঃ জেল মানে--- তুমি জেলেও গিয়েছিলে নাকিসিধুদা?

সিধু ঃ সেটা ১৯৭০ সাল। তখন আমরা আনডার গ্রাউন্ডে-- না থাক ও সব কথার পুনরাবৃত্তি করবো না। তুই বলবি গুল মারছি। শোনবেগুন, আমার একটা উপকার করবি ভাই?

মৈনাক ঃ কি উপকার বল।

সিধু ঃ আমার দুটো নাটক আছে। রেডিও-তেকরিয়ে দিবি। টাকার বড় দরকার। ওষুধপত্রের জন্য অনেক খরচাপাতি হচ্ছে।কয়েকটা টাকা পেলে বেঁচে যেতাম।

মৈনাক ঃ আমি দেখি স্বাস্থ, বিজ্ঞান এই সব বিভাগ।নাটকের জন্য কী করতে পারব জানি না। কথা দিতে পাচ্ছি না। তবে দাও চেষ্টা করে দেখব।

পলিথিনের ব্যাগের ভেতরথেকে লম্বা দুটো খাতা বার করলেন সিধু-দা। একটু হাত বোলালেন খাতাট

ারওপর। তারপর বললেন----

সিধু ঃ তোরই মতো মাতৃহারা জাহানারা। তোরইমতো বেচারি। নে ধর।

মৈনাক ঃ (খাতার উপরে নাটকের নামটাপড়ে) 'দিন বদলের পালা' -- উৎপল দত্তের এ নামের একটানাটক আছে না?

সিধু ঃ ঠিকই বলেছিস। এই নামে একটা নাটক উৎপলদত্তের আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আর অন্য কোনও নাম খুঁজে পাচ্ছি না।

মৈনাক ঃ একই নামে দুটি নাটক।

সিধু ঃ আপত্তি কি?

মৈনাক ঃ না--- সেরকম কিছু আপত্তি নেই। কিন্তুবিষয়টা কী?

সিধু ঃ বিষয়টা ভীষণ কনটেমপোরারি---

মৈনাক ঃ যেমন---

সিধু ঃ চতুর্দ্দিকে কি সব হচ্ছে বলতো।

মৈনাক ঃ কোথায় আবার কী হ'ল!

সিধু ঃ ইডিয়ট। সময়টার দিকে তাকিয়েদেখেছিস কখনও। একটা অগ্নিস্তুপের ওপর বসে আছি আমরা। তুষেরআগুনের মতো ধিকধিক করে জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে আগুনটা বাড়ছে।উত্তাপটা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দ্দিকে। সব কিছু জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।কি করে বাঁচবি তোরা এই আধুনিক সভ্যতাকে।

মৈনাক ঃ সর্বনাশ। পলিটিক্যাল নাটক। ও সব নাটকরেডিও- তে করা যায় না সিধুদা।

সিধু ঃ পলিটিক্যাল নাটক মানে। হোয়াট ডু ইউমিন বাই পলিটিক্যাল নাটক। তুই কী সমাজের বহির্ভূত জীব না কি। সমাজের এই সব নক্কারজনক ঘটনায় তোর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়না---

মৈনাক ঃ হয়-- কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো।

সিধু ঃ এটাই হচ্ছে একজন মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদীচিন্তা ভাবনা। আরে গাধা, গণ আন্দোলনে জনতার মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নাটক চিরদিন গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ডাবলিনেরএ- বি- থিয়েটার। জার্মেনির পিসকাটর, চীনের লাল ফৌজেরনাট্যসংস্থাগুলো বিপ্লবের মশাল স্বরূপ। পড়াশুনো তো কিছুইকরবি না। শুধু রেডিও-তে স্বাস্থ্য চর্চার কথিকা আওড়াবি।

মৈনাক ঃ আর ওটা কি নাটক।

সিধু ঃ খেতাব। শিশির ভাদুড়িকে নিয়ে লেখা।শিশির বাবুর পদ্মভূষণ প্রত্যাখান নিয়ে এ নাটক। বোধহয় ঠিকমত লেখাহয়নি। একদিন শিশির ভাদুড়িকে -- স্বপ্নে পড়ে শুনিয়েছিলাম। উনিচুট খেতে খেতে শুনছিলেন। একটু পরে বললেন, ভেতরে যাই, গান শুনবো।কঙ্কা --- সায়গল চাপাও। তখনই বুঝেছিলাম, কিসসু হয়নি। বেগুন, দেখনাভাই যে কোনও একটা নাটক যদি রেডিওতে করানো যায়। টাকার বড়দরকার-রে। জীবন সায়াহ্নে এসে আজ একটা অন্য উপলব্ধিতে পৌঁছেছি। ওটা নাথাকলে বোধহয় কিছুই হওয়ার নয়। সবাই কেমন বিশ্রী করে তাকায়। একটা কিরকম অদ্ভুদ তাচ্ছিল্যের ভান করে। কেমন করে জানি জিজ্ঞেস করে--- কি করলেসারাজীবন? বুঝলে তো বাপধন এ ভাবে চলা যায় না। বেগুন, চলা যায় না---তাই না ---রে। কি ভাবে চলতে হয় এই বয়সে সেটা আর নতুন করে শিখে কাজেরকাজ তো কিছুই --হবে না। শুধু হোঁচট খেতে খেতে দুঃখটাই বাড়বে। যে আমিথিয়েটারে দুঃখের দৃশ্যে ছাড়া কোনদিন কাঁদতে পারিনি। দেখ, কী আশ্চর্য--দেখ, সেই আমারই চোখ দিয়ে কেমন জল গড়াচ্ছে--- বোধহয় কাঁদছি তাইনারে--- বেগুন? চোখের ছানিটা অপারেশন করাতে পারলে চোখের জলপড়াটা বোধহয় কিছুটা কমবে। দেখ-না একটা ফ্রি আই ক্যাম্প থেকে চোখেরছানিটা যদি কাটিয়ে দিতে পারিস---

আস্তেআস্তেআলো নিভে যাবে। আলো এসে পড়বে সূত্রধারের ওপর।

মৈনাক ঃ (সূত্রধার) সিধুদার জন্য এবারনিশ্চই কিছু একটা করা উচিত---- ঠিক এরকম ভাবেই ভাবতে শুরু করেছি।না- রেডিও-তে কিছু করা হয়েওঠেনি। প্রথমত ড্রামা ডিপার্টমেন্টের হেড অনিন্দ্ধ দত্তের সঙ্গে আমারসম্পর্কটা

বিশেষ ভালো নয়। অন্য একজনকে দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তুহয়নি। 'দিন বদলের পালা'--র তো প্রশ্নই ওঠেনা।ওরেববাস, কি সব সাংঘাতিক বিষয়। যারা মন্দির মসজিদ ভেঙে ফেলে। গুজরাটেবসে বসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দেয়-- দেশটাকে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্তহয়, দেশটাকে যারা ভাঙে, একটু একটু করে ভেঙে দেয়-- তাদের বিদ্ধেলড়াই। গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সিদ্ধের ঘোষ। ভাবুন তো, কেন্দ্রীয়সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী আমি। এ সব নাটক প্রচার করলেচাকরিটা থাকবে আমার? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা অন্য রাস্তাধরতে হ'ল। মোদ্দাকথা সিধুদাকে এখন কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া দরকার।ধরলাম একটা আর্টিস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের সম্পাদককে। বললাম,দেখুন একজন দুস্থ শিল্পী, বড়ই বিপন্ন, অসহায় ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরাতো সিদ্ধের ঘোষের নামই শোনেনি। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর বলল,কন, একটা এ্যাপলিকেশন কন, দেখি চেষ্টা করে যদি কিছু করতেপারি। এ্যাপলিকেশনটা এ ভাবে লিখলাম--- মান্যবরেষু, আমি একজন দুস্থশিল্পী। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রায় আমার পিতা মুকুন্দ দাসেরসঙ্গে সঙ্গত করিতেন। আমিও শিশু শিল্পী হিসাবে মুকুন্দ দাসের পালায় অংশ গ্রহণকরিয়াছি। অভিনয় করি। নিজে নাটক রচনা করি। কারাবরণও করিয়াছি।ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একটি মুসলমান পরিবারকে----এই পর্যন্ত লেখার পর থামতে হ'ল। ছেচল্লিশ সালে কোথায় ছিলেনসিধুদা। পার্টিশানের আগেই কি এসেছিলেন---- এইসব নানা প্রশ্ন মনেরমধ্যে উঁকিঝুকি দিতে লাগল। ঠিক এই সময় একদিন হঠাৎ কার্জন পার্কেহরিদার সঙ্গে দেখা। সিধুদার বন্ধু। সিধুদাই হরিদার সঙ্গে আলাপ করিয়েদিয়েছিলন।

অন্য জোনে। কার্জন পার্কেররাস্তার ধারে----

মৈনাক ঃ আরে হরিদা না?

হরিদা ঃ হ্যাঁ-- আপনি, এখানে!

মৈনাক ঃ অফিস থেকে ফিরছি।

হরিদা ঃ আপনি যেন কোথায় চাকরি করেন?

মৈনাক ঃ অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে।

হরিদা ঃ বিয়ে করেছেন?

মৈনাক ঃ হ্যাঁ।

হরিদা ঃ কবে?

মৈনাক ঃ তা,--- প্রায় দু-তিন বছর হয়ে গেল।

হরিদা ঃ বাঃ ব্রেভো। সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিংওয়াটার। আপনার এখন বিয়ে করার বয়স হয়েছে।

মৈনাক ঃ বাড়ি থেকে দিয়ে দিল, কি করবো।

হরিদা ঃ শালা, বাপের সু-পুত্রর। দিন সিগ্রেট দিন। কিব্রান্ডএটা?

মৈনাক ঃ ক্লাসিক-- ফিলটার।

হরিদা ঃ এ সব সিগ্রেট খান কেন? ইমপোর্টেড সিগ্রেটখেতে পারেন না। এখন তো আর বিদেশী জিনিস পেতে অসুবিধে হয়না। উদারবাজার নীতির দৌলতে সারা দুনিয়াটাই তো হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে।

মৈনাক ঃ ধূস। বিদেশী সিগারেট কি করে খাব। ক-পয়সাই বা মাইনে পাই।

হরিদা ঃ মধ্যবিত্তরা যে কেন সিগ্রেট খায়। দিন দেশলাইটাদিন।

মৈনাক ঃ এক্কেবারে সিধুদার ডুপ্লিকেট কপি।

হরিদা ঃ কিছু বলছেন?

মৈনাক ঃ না-- বলছি, এখন কি করছেন?

হরিদা ঃ ঐ -- যা করতাম।

মৈনাক ঃ কি যেন করতেন আপনি?

হরিদা ঃ পাব্লিকেশন বিজিনেচ।

মৈনাক ঃ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কি যেন একটা সিনেমারকাগজ বার করতেন না আপনি?

হরিদা ঃ সেটা তুলে দিয়েছি--।এখন সিনেমার কাগজেরঅতটা ডিমান্ড নেই।একটা মাসিক পত্রিকা বার করছি।

মৈনাক ঃ কি নাম?

হরিদা ঃ যৌবনের ভেলা।

মৈনাক ঃ যৌবনের ভেলা।মানে ঐ যে সেই কাগজটা।শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য।তুল্পজ্ঞ্পন্ধজ্ঞ্রন্মাড়ম্ভ !

হরিদা ঃ আপনারা, শিক্ষিত লোকেরা বড্ড বেশি সিনিক। শুধু গরিব পাবলিশারদেরই ফুটো খুঁজে বেড়ান। বড় বড় রাঘববোয়ালদের তো ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেন না।বই মেলায় দেখেননি--কয়েকটা পাবলিশারের দোর গোড়ায় কি রকম লম্বা লাইন। লাইনের শুটা দেখতে পাবেন, পোদটা আর কিছুতেই খুঁজে পাবেন না।ওদের কি করতেপারছেন আপনারা? ঐ যে মধ্যরাতের রজনী, ফরাসী দেশের রাজকন্যা, দিব্যিবুক চিতিয়ে বিত্রি করছে। ওগুলো তুল্পজ্ঞ্পন্ধজ্ঞ্রন্মাড়ম্ভ- নয়।ওরকমই হয় ।পেছনে হুড়কো থাকলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যায়।

মৈনাক ঃ যাক-গে।ও সব বাজে কথা বাদ দিন।সিধুদার খবরজানেন তো?

হরিদা ঃ হু - ইজ সিধুদা?

মৈনাক ঃ সেকি-- সিধুদাকে ভুলে গেলেন।সিদ্ধের ঘোষ।আপনার জিগরি দোস্ত।

হরিদা ঃ ও সিধু।দ্যা গ্রেট রয়্যাল বেঙ্গল লায়ার।

মৈনাক ঃ উনি যেন কত সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।

হরিদা ঃ কেন আপনাকে আবার কি পট্টি মারল।

মৈনাক ঃ না-- না-- আমাকে কিছু পট্টি-ফট্টি মারেনি।একটা আর্টিস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনে সিধুদার চিকিৎসার জন্যএকটা দরখাস্ত করবো।

হরিদা ঃ কেন ওর আবার কি হ'ল?

মৈনাক ঃ উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে পড়ে গিয়েছিল।

হরিদা ঃ ওতো পড়তে পড়তেই এতদূর এগুলো।

মৈনাক ঃ খুব জখম হয়েছে-----

হরিদা ঃ সেই ব্যথাটা সারেনি?

মৈনাক ঃ কোন ব্যথা?

হরিদা ঃ যাই হোক।তা বলুন, কি বলছিলেন?

মৈনাক ঃ আমি সিধুদার সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য চাই।

হরিদা ঃ তথ্য! হুইচ তথ্য ইউ ওয়ান্ট।

মৈনাক ঃ সিধুদা প্রায়ই জেলে যাওয়ার গল্পবলেন। এ্যাকজাক্টলি সিধুদা জেলে গিয়েছিলেন কেন? মানে আমি বলতে চাইছি এনিপলিটিক্যাল রিজন বি-হাইন্ডইট? গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ওনার আত্মীয়তারব্যাপারটা---

হরিদা ঃ আপনার হাতে ওটা কি?

মৈনাক ঃ কোনটা?

হরিদা ঃ ঐ যে -- বাঁ হাত দিয়ে বোগলে গুঁজে রেখেছেন?

মৈনাক ঃ ছাতা।

হরিদা ঃ আপনার ছাতার দরকার হয়?

মৈনাক ঃ হয় মাঝে মাঝে-- মানে আমার আবারসাইন্যাসের ধাত আছে তো।রোদ, বৃষ্টি-- দুটিই বাঁচিয়ে চলতে হয়।

হরিদা ঃ বাড়িতে আরও নিশ্চই দু-একটা ছাতা আছে?

মৈনাক ঃ হ্যাঁ-- সে তো আছেই।

হরিদা ঃ তাহলে, ওটা আমাকে দিয়ে দিন।আমারছাতা নেই।ছাতার অভাবে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।আর তাছাড়া আপনি একজনসজ্জন, ভদ্রলোক।আমিও একজন নিপাট ভদ্রলোক। -- আমি যে একজন রেসপেকটেবল জেন্টেলম্যা

ান-- এ ব্যাপারে আপনার নিশ্চই কোনও সন্দেহ নেই।

মৈনাক ঃ না-- তা নেই।

হরিদা ঃ তাহলে আপনার মতো একজন সজ্জনভদ্রলোকের হাতে ছাতা থাকবে, আর আমার মতো বিশিষ্ট ভদ্রলোক রোদবৃষ্টিতে কষ্ট পাবে-- এটা তো হতে পারে না। আর হলেও ভালো দেখায় না। দিন, ওটা আমায় দিয়ে দিন।চলুন ঐ বেঞ্চটায় বসি (দুজনে পার্কের একটা বেঞ্চে বসে) হ্যাঁ, কিযেন জানতেচাইছিলেন?

মৈনাক ঃ সিধুদার জেলে যাওয়ার গল্পটা ----

হরিদা ঃ ওটা একটা নির্ভেজাল গণেশ মার্কা গুল।

মৈনাক ঃ গণেশ মার্কা গুল মানে?

হরিদা ঃ মানে গণেশ মার্কা খাঁটি সরষের তেলের মতোগুল। ডবল রিফাইন্ড। কিছু বুঝলেন?

মৈনাক ঃ না-- সে ভাবে--

হরিদা ঃ দিন, আর একটা সিগ্রেট দিন।

একটা সিগারেট বার করেপ্যাকেট-টা বুক পকেটে রেখে দেয় হরিদা।

মৈনাক ঃ প্যাকেট- টা।

হরিদা ঃ বেশি সিগ্রেট খাবেন না বেগুনবাবু---

মৈনাক ঃ নামটাও মনে রেখেছে--

হরিদা ঃ সিগ্রেট ক্যানসারের ভাইরাস। হ্যাঁ, কি যেনজিজ্ঞেস করছিলেন?

মৈনাক ঃ সিধুদা কেন জেলে গেলেন?

হরিদা ঃ জেলে-- ফেলে কোথাও যায়নি। ওগুলো হচ্ছেআনসেনসরড পার্ট। আসলে কি হয়েছিল জানেন?

মৈনাক ঃ সেটাই তো জানতে চাইছি।

হরিদা ঃ দশটা টাকা ছাড়ুন।

মৈনাক ঃ আপনি না, মাইরি হরিদা--- শালা-- একনম্বরের খচচর।

হরিদা ঃ শালা, কি বলছেন আপনি।

মৈনাক ঃ শালাটা-ই কানে ঢুকেছে। খচচরটা আরশুনতে পায়নি।

হরিদা ঃ আপনি আবার আমার বোনকে কবে বিয়ে করলেন?হাঃ হাঃ হাঃ----

মৈনাক ঃ যাক- গে। ও সব বাজে রসিকতা বাদ দিন। আসলব্যাপারটা বলুন।

হরিদা ঃ হ্যাঁ, জেল ওকে খাটতে হয়েছিল ঠিকই।বছর দুয়েক। তবে সেটা কোনও পলিটিক্যাল কারণে নয়। জাল পারমিট ছাপতেগিয়ে। ষাট বাষট্টি সালে পাউটির বেকারির জন্য ময়দার পারমিট লাগতো।আমি ছিলাম একটা বেকারির ম্যানেজার। আমিই ওকে ইনসিট্ করেছিলামপারমিটটা জাল করতে। আমারও জেল হয়। জেলেই ওর সঙ্গে অ ামার দস্তি জমেওঠে। সিদ্ধেরটা চিরদিনই একটু বোকা ধরণের। সে জন্য অবশ্য ঝারটাও খুবকম খায়নি।

মৈনাক ঃ আর গিরিশ ঘোষ নাকি ওঁর দূর সম্পর্কেরআত্মীয়।

হরিদা ঃ ও-- আপনাকেও ঐ ইনসুইং-টা দিয়েছে। নিশ্চইফ্রন্ট ফুটে খেলতে পারেননি?

মৈনাক ঃ না-- মানে আমি জিজ্ঞেস করছি---

হরিদা ঃ ধূর মশায়, আপনারা সব এ যুগেরএক-একটা ধৃতরাষ্ট্র। চোখে তো দেখতে পানই না। কানেও শ ালা এক-একটা মূলো গুঁজে রেখেছেন। গিরিশ কুমার ঘোষ নামে ওর এক দূরসম্পর্কের কাকা ছিল। কলুটোলায় ওনার একটা মিষ্টির দোকান আছে।হ্যাঁ-- বেশ ভালো রসগোল্লা বানাতো। ইয়া বড় বড়। বিগ সাইজের। মাঝে-মধ্যেসিদ্ধের অ ামাকে নিয়েও যেত। দু-দশটা আমাকেও খাওয়াতো। পয়সা লাগতো না।ফ্রি-তে। দূর সম্পর্কের কাকা তো। ব্যস, মিষ্টির দোকানের মালিকগিরিশ কুমার ঘোষ হয়ে গেল নটসূর্য গিরিশ ঘোষ।

মৈনাক ঃ তাহলে আনারকলি হোটেলে ফ্রি-তে খাওয়ারব্যাপারটা--- ও কি মিথ্যে?

হরিদা ঃ ওটা মিথ্যেও না-- সত্যিও না। ওদের খাতালিখতো সিদ্ধের। খাতা লেখার কাজটা ভালোই করতে

া। আই-কম পাশদিয়েছিল কিনা। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আনারকলি হোটেলে খাতা লিখতো সিধু।সবই তো পার্ট টাইম কাজ। টাকাও কম। হোটেল মালিকের ছেলে বি.কম. পাশকরার পর ওর চাকরিটা চলে গেল। তবে সিধু যোগাযোগ রাখতো। মাঝে-মধ্যে যাতায়াত করতো। গেলে ওরা না খাইয়ে ছাড়তো না। সম্পর্কটা ভালো রেখেছিল কিনা। হিসেবের খাতা লিখতো সিধু-- কিন্তু ওর জীবনের হিসেবটাকিছুতেই মেলাতে পারল না। বুঝলেন ভাই, সিদ্ধের কিন্তু আজীবন নাটকেরলোকই রয়ে গেল। আসলে ও চাইতো, সবাই ওকে বুঝুক। ওর গুনের কদ্‌রকক। এটা কি পেন? (পকেট থেকে পেনটা তুলে নেয়)

মৈনাক ঃ এড জেল।

হরিদা ঃ ভালো লেখা পড়ে?

মৈনাক ঃ মন্দ না।

হরিদা ঃ এটা আমার কাছে রইল। পরে দরকার পড়লে চেয়ে নেবেন।

মৈনাক ঃ থাক, ওটা আপনার কাছেই থাক। আজ তাহলেউঠি---

হরিদা ঃ উঠবেন-- উঠুন। আচ্ছা, ঐ সংস্থা থেকে আমি কিছু হেল্প পেতে পারি না ব্রাদার। আই এম অলসো এনআর্টিস্ট। আমিও তো একজন দুস্থ শিল্পী। অভাবী-- বিশ্বাস কন আজপ্রায় পাঁচদিন ধরে উপোস যাচ্ছি। দেখুন না ভাই, তদ্বির তদারকিকরে যদি আমার জন্য কিছু করতে পারেন। আই এম রিয়েলি হেল্পলেস---

আস্তে আস্তেআলো নিভে যায়। আলো আবার এসে পড়ে মৈনাকের ওপর।

মৈনাক ঃ (সূত্রধার) সিধুদারএ্যাপলিকেশন থেকে কয়েকটা লাইন বাদ দিয়ে দিলাম আমি। সিধুদার ঐ পোষাইচ্ছেগুলোকে, মাতৃহারা বেচারি ইচ্ছেগুলোকে ঘাড় ধরে টেনে নামিয়ে মাটিতেফেলে দিলাম আমি। নিষ্ঠুর ঘাতকের মতো। জল্লাদের মতো নির্দয় ভাবেহত্যা করেছি সিধুদার স্বপ্নগুলোকে। --- কিন্তু কিছুতেই কাটতেপারিনি সঙ্গীত রচনার কথা। নাটক রচনার কথা। নাটকে অভিনয়ের কথা।পূর্ণ না হওয়ার কথা তো দরখাস্তে লেখা যায় না। ওগুলোস্বপ্নেই থেকে যায়। এ্যাপলিকেশনটা নিয়ে আবার গেলাম সিধুদারঅস্থায়ী আস্তানায়।

আলে আস্তে আস্তে সরে যায় মৈনাকেরওপর থেকে। আলো এসে পড়ে সিধুদার আস্তানায়। সিধুদা জ্বরের ঘোরেপ্রলাপ বকে চলেছেন। মৈনাক এসে দরজায় দাঁড়ায়।

সিধু ঃ ইচ্ছে করছে জাহানারা, এই রাত্রিরঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ছুটে বেরোই।ইচ্ছে করছে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে-দি। ইচ্ছে করছেএখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই। ঐ আবারগর্জন। মেঘ। বারবার কি নিষ্ফল গর্জন করছ। তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষখানখান করে দাও। অন্ধকার। উফঃ-- কি অন্ধকার। অন্ধকার। তোমার পেছনেরঐ সূর্য, নক্ষত্রগুলোকে গিলে ফেল অন্ধকার। উঃ-- কি রাত্রি!

তাপসী ঃ ধূম জ্বর। লোক্যাল ডাক্তারকে দিয়ে ওষুধদিয়েছি। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়ছে না। জ্বরের ঘোরে আপন মনে বোকে যাচ্ছে।কি -- যে হবে?

মৈনাক ঃ হাসপাতালে দিলে হয় না?

তাপসী ঃ মাকে- খবর দিয়েছি। মা আসছেন।

চাবালা ঃ (আপন মনে) সে তো আমিইরাস্তা থেকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি করেছিলুম। বেড ছিল না।মেঝেতে ফেলে রেখেছিল। হাতে- পায়ে ধরে বেড-এর ব্যবস্থা করলুম।ছাড়তে পারলুম না। মায়া পড়ে গেল যে। হাসপাতাল থেকে এখানে নিয়ে এলুম।ব্যস, সেই থেকে এখানেই গেঁড়ে বসলো। যাওয়ার আর নামটি পর্যন্ত করলনা।

মৈনাক সিধুদার কাছেএগিয়ে গিয়ে ডাকে।

মৈনাক ঃ সিধুদা। এ্যাপলিকেশনটা এনেছি। সই তোকরতে পারবে না। যদি একটা টিপ সই দিতে পারো---

সিধু ঃ পেয়ারার সাফাজান্নিরে--- আই হ্যাভস্টার্টেড মাই জার্নি। প্রে ফর মি....।

তাপসী ঃ মামা--

সিধু ঃ উঃ (আচ্ছন্নতার মধ্যে)

তাপসী ঃ মৈনাকদা এসেছে ন--

চাবালা ঃ কতদিন বলেছি --- যা-- না চলে যা-- না।আমাকে আর কতদিন জ্বালাবি। নিজের পেটের সন্তানটা তো দিব্যি ফাঁকিদিয়ে ফুস করে পালিয়ে গেল। তুই ও যা, চলে যা। বলতো কোথায় যাবমেহেন্নিসা। রাস্তার ভিখারিকে অ ার কে কোথায় স্থান দেবে। সবাইতো আর তোমার মতো বোকা নয় বেগম লুৎফা। তোমার উদার মনে আমারজন্য একট া ছোট্ট জায়গা রেখো চাবালা দাসী। ওতেই আমি সুখে থাকবো। ঘরবানাবো। (কেঁদে ফেলে)

মৈনাক ঃ সিধুদা---

সিধু ঃ কে?

মৈনাক ঃ আমি বেগুন।

সিধু ঃ (উঠে বসবার চেষ্টা করে।মাথার জল ন্যাকড়া গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। তাপসী মামাকে ধরে। অ াধশোয়াঅবস্থায় প্রলাপ বকতে থাকে।) আলোটার সামনে ও ভাবে কেদাঁড়িয়ে আছে। বেনিদা ওকে সরে দাঁড়াতে বলো। স্পটটা ওপর থেকে মারো--আলোটা ঠিক ভাবে আসছে না। স্পটটা উঁচুতে বেধে দাও। চক দিয়ে গোলকরে একটা বৃত্ত এঁকে দাও না। ওখানেই তো আমাকে দাঁড়াতে হবে। বেনিদাফলোটা কাউকে ধরতে বলো না। থার্ড বেল যে বাজতে চলল----

তাপসী ডুকরে কেঁদেওঠে। চাবালাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মৈনাক ঃ সিধুদা---

সিধু ঃ কে?

মৈনাক ঃ আমি মৈনাক---

সিধু ঃ দরকার নাই-- দরকার নাই আমারপদ্মভূষণের। পদ্মভূষণ দিয়া কলাডা হইবো আমার। লাথি মা রি। খয়ের খাঁবানাইতে চাও। সেইডা হইবো না। ফেলোশিপ দিবা। নিমুনা নিমুনা-- চক্ষের ছানি কাটাইবার টাকা আনছে া বুঝি রাস বিহারী। দরকার নাই স্বধর্মে আন্ধারও ভালো। ভিক্ষুকের মতো হাত পাইতা কোনও দয়াদাক্ষিণ্য নিমুনা আ মি। এতো দিন যেই ভাবে চলছে-- আজও সেই ভাবেইচলবো। নিঃশব্দে থিয়েটারের দেবালয় থ্যাইকা প্রস্থান কম।প্রচারের দরকার নাই।

মৈনাক এ্যাপলিকেশনটা টুকরো টুকরো করেছিঁড়ে ফেলে। তাপসী ও চাবালার কণ বিলাপ সমস্থ পরিবেশকে মূকবধির করে দেয়। নেপথ্য থেকে সিদ্ধেশ্বরের কথাগুলো ভেসে আসে--- দরকারনাই-- স্বধর্মে আন্ধার ভালো। মৈনাক এ্যাপলিকেশনের ছেঁড়া কাগজ-এরটুকরোগুলো উড়িয়ে দেয়। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে এ্যাপলিকেশনের সাদাকাগজ গুলে ালাল, নীল, হলদে ইত্যাদি বিভিন্ন রঙে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। আস্তেআস্তে পর্দা নামে।

এই নাটকটি ‘থিয়েটারপ্রয়াগ’ প্রযোজনা করছে। লিখিতভাবে কপিরাইট আইনঅনুযা য়ি পান্ডুলিপি ‘থিয়েটার প্রয়াগ’-এর সদস্যদেরহস্তান্তর করা হয়েছে। অতএব ‘থিয়েটারপ্রয়াগ’-এর বিন াঅনুমতিতে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও সংস্থাইনাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারবে না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com